দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

সম্পাদকীয়

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস-সহিংসতার বিচার

অপরাধী যে দল বা সংগঠনেরই হউক তাহাকে আইনের আওতায় আনিয়া শাস্তি নিশ্চিত করিতে হইবে। অপরাধী কোনভাবে প্রাপ্যশাস্তি এড়াইয়া যাইতে পারিলে পরবর্তীতে আবার তাহার দ্বারা গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হওয়াই স্বাভাবিক। যাহাদের সহায়তায় অপরাধী পার পাইয়া যায়, তাহারাও একই ধরনের অপরাধের অংশীদার হইতে পারে। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে সংঘটিত হত্যাহতের ঘটনায় মামলা হইলেও তাহা ধামাচাপা দেওয়ার প্রয়াস প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মামলাই হয় না। ক্যাম্পাসে অস্ত্রবাজির শিকার হইয়া যে বা যাহারা প্রাণ হারান, তাহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া যান প্রায় সকলেই।

বিভিন্ন ক্যাম্পাসে প্রতিবৎসরই কমবেশি খুনাখুনির ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন সময় সংকীর্ণ দলীয় ও গোষ্ঠীগত রেষারেষির কারণে সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীর বিচার কার্যক্রম বন্ধ হওয়া এবং ঝুলিয়া থাকিবার ঘটনা ঘটিয়াছে। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, ক্ষমতার ভাগাভাগি, হল দখল, কক্ষ দখল, দলীয় কোন্দল ও প্রভাব বিস্তার লইয়া সহিংস ঘটনার সূত্রপাত হয়। সহিংস এই সকল ঘটনার ফলে ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত এবং অনেক সাধারণ ছাত্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু হতাহতের এই ঘটনাগুলি লইয়া কোন ছাত্র সংগঠনের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষের কোন উচ্চবাচ্য লক্ষ্য করা যায় না। তাহারা ছাত্রের দ্বারা ছাত্র হত্যার বিষয়টিকে স্পর্শকাতর বলিয়া দায় এড়াইয়া যাইতে চাহেন। সহিংস এবং হত্যাকাণ্ডের এই সকল ঘটনার বিচার না হইবার পিছনে রহিয়াছে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ। হত্যাকাণ্ডের মামলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাক্ষী করা হয় সাধারণ ছাত্রদের যাহারা অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ফলে, সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। অনেকক্ষেত্রে এহেন ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের- যেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পালন করে সহায়ক ভূমিকা। নিজ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিতে তদন্তকারী শিক্ষক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। তদন্তকর্ম পরিচালনাকালে তাহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হন। এইক্ষেত্রে তদন্তকারী শিক্ষক নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া অনাকাঙ্ক্ষিত চাপের কাছে নতি স্বীকার করিলে অবাক হইবার কোন কারণ থাকে না। ইহাছাড়া, শিক্ষকগণ অযাচিতভাবে দলীয় রাজনীতিতে জড়াইয়া যাইবার যে প্রবণতা তৈরি হইয়াছে সেইখানে নিজদলের ছাত্র অপরাধী হইলেও, ঐ শিক্ষকের প্রচ্ছন্ন সমর্থন পাইতে পারে। হত্যাকাণ্ডের এই সকল ঘটনার দায়ভার শুধুমাত্র হত্যাকারীরই নহে, বরং সহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত প্রক্রিয়াও এইক্ষেত্রে কম দায়ী নহে।

উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে এই সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ডের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই বিষয়টি নূতন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন আছে। সহিংস ঘটনা ঘটিবার পর পরই দ্রুত ইহার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করিতে হইবে। সাক্ষ্য প্রদানকারীর যথাযথ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে। তদন্তকর্মে সহায়তাকারী শিক্ষক বা কর্মকর্তারা যেন দলীয় না হন তাহাও নিশ্চিত করা জরুরি। তদন্তশেষে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করিতে হইবে। তাহা হইলে এই ধরনের অপরাধ সংঘটনের মাত্রা কমিয়া আসিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা সন্ত্রাসের অবসান ঘটুক। ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।